যুগান্তর

28 JAN 2014

শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলে প্রধান শিক্ষকের শাস্তি

যুগান্তর রিপোর্ট

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে কাউকে সংবর্ধনা দেয়া যাবে না। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সোমবার এই আদেশ জারি করে। এই আদেশ অমান্য করা হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

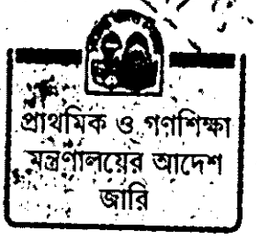

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ জারি

কয়েক বছর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এই একই ধরনের আদেশ জারি করেছিল। কিন্তু ওই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই সম্প্রতি কিছু জনপ্রতিনিধির নামে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের যতটা না আগ্রহ, তার চেয়ে বেশি সক্রিয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক এবং পরিচালনা কমিটির সদস্যরা। এমপি, মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খুশি করতে তাঁরাই উপযাজক হয়ে শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। আর নতুন সরকার গঠনের পর এই প্রবণতা বড় আকার ধারণ করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ফের এই বিষয়ে সোমবার মুখ খোলেন শাস্তি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

শাস্তি : প্রধান শিক্ষকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সোমবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিকভাবেই ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস বন্ধ করে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে না রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। দেশের বিশিষ্ট ৩২ নাগরিকও এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষার্থীদের দাঁড় করিয়ে রেখে জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা নেয়ার তীব্র সমালোচনা করেন। একই সঙ্গে তারা এ বিষয়টি পরিহারেরও আহ্বান জানান।

প্রাথমিক মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র : পরিপত্রে বলা হয়, জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করানো যাবে না। জনপ্রতিনিধি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পদস্থ কর্মকর্তারা বিভিন্ন জেলা, উপজেলা বা বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে গেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ও শ্রেণী পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রেখে সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে বলে মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নিল। এতে আরও বলা হয়, এসব সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে একদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে, অপরদিকে শিক্ষার্থীদের ওপর বিরূপ শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়ছে। বিষয়টি সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বলা হয়, শিক্ষার সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে এভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে এলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার স্বার্থে এ ধরনের কার্যক্রম পরিহারে সব মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর আহ্বান : সোমবার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তকের নির্ভুল চাহিদা নিরূপণের উপর এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীদের ক্লাস বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে না রাখার আহ্বান জানান।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাসেম, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাশেম মিয়া প্রমুখ বক্তৃতা করেন। কর্মশালায় শিক্ষা বিভাগের ৯ জন আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, ৬৪ জন জেলা শিক্ষা অফিসার, ৬৪ জন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রোদে-বৃষ্টিতে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজের বাইরে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলে তাদের ক্লাসের যেমন ক্ষতি হয়, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের তেমনি অনেক কষ্ট হয়। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিষয়টি বিবেচনার জন্য তিনি সব মহলের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানান।

মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের সংবর্ধনায় শিক্ষার্থীদের ব্যবহার বন্ধের দাবি বিশিষ্টজনদের : মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের নিজ এলাকা পরিদর্শনের সময় সংবর্ধনার নামে বিদ্যালয়ের পাঠদান বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের রাস্তা কিংবা অনুষ্ঠানস্থলে দাঁড় করিয়ে রাখার ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে অবিলম্বে এসব বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বিশিষ্টজনরা।

সোমবার দেয়া এক বিবৃতিতে তারা বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থানে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের সংবর্ধনা দেয়ার নামে শিক্ষার্থীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে।

এ ধরনের কর্মকাণ্ড অমানবিকও। অথচ বিগত কয়েক মাস ধরে চলা অবরোধ-হরতাল ও সহিংসতার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী নিয়মিতভাবে ক্লাস ও বার্ষিক পরীক্ষায় যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারায় অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আমরা আশা করছি, শিগগিরই এই অমানবিক কর্মকাণ্ড নিরসনে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের সদিচ্ছা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটবে। এছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, নীতিনির্ধারক, রাজনৈতিক নেতাকর্মী, স্থানীয় প্রশাসন ও স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি যে, সংবর্ধনার নামে এভাবে শিশু-কিশোরদের রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটে এমন কিছু করবেন না।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, শিক্ষাবিদ ড. আনিসুর রেজা চৌধুরী, কলামিস্ট ফারুক আহমেদ চৌধুরী, সরকারি কর্মকমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, ঢাকা স্কুল অব ইকোনোমিক্সের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক একেএম নূর-উন-নবী, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট, বেলার নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, চলচ্চিত্র অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন, সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, পাখি বিশেষজ্ঞ ইনাম আল হক, নিজেরা করি'র সমন্বয়ক খুশী কবির, নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, ব্রিপ ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক আরমা দত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এমএম আকাশ, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল প্রমুখ।